দৈনিক ইত্তেফাক

017

তারিখ 12 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক
রবিবার, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৯৪

পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত প্রসঙ্গে

ঢাকা বোর্ডের এস এস সি পরীক্ষায় প্রায় ৩ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রহিয়াছে। এত বিপুল সংখ্যক ফলাফল প্রকাশ স্থগিত থাকায় সর্বত্র ব্যাপক উদ্বেগ ও আশংকা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। পরীক্ষার সাফল্যে আনন্দ এবং ব্যর্থতায় দুঃখ আসিবেই। কিন্তু সাফল্য ও ব্যর্থতার মাঝখানে যাহারা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলিয়া আছে তাহাদের মর্মযাতনা ও বেদনা সহজেই অনুভবযোগ্য। এদিকে কলেজে ভর্তির তারিখও নিকটবর্তী। অচিরেই এই সমস্যার সমাধান না হইলে এইসব পরীক্ষার্থী কলেজে ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। ইত্তেফাক রিপোর্টে আরও প্রকাশ, কোন কোন বিষয়ে নম্বর না পাওয়ার কারণেই নাকি এইসব ফলাফল স্থগিত রহিয়াছে। এমনও দেখা যায় যে, অন্যান্য বিষয়ে ভাল নম্বর পাইয়াছে, কিন্তু একটি বিষয়ের নম্বর না থাকার কারণে পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য, দোষ কাহার ? পরীক্ষার্থীর দোষে নয়, বরং সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহের গাফিলতি, ঔদাসীন্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যর্থতার দরুনই এভাবে দেশের ভবিষ্যৎ বলিয়া কথিত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে।

তবে নম্বর না-পাওয়া ছাড়াও আরও অন্য কারণেও ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রহিয়াছে। এইসব কারণের মধ্যে কিছু কিছু কারণ যুক্তিসঙ্গত এবং অন্যগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। বলা হইয়াছে, উত্তরপত্রে রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে লিখিত না থাকায় অনেক পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ স্থগিত আছে। আবার পরীক্ষার পূর্বক্ষণে নকলের সুযোগ গ্রহণের মতলবে অনেকে কেন্দ্র পরিবর্তন করিয়াছে। এইভাবে কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটেও নাকি স্থগিত হইয়াছে শত শত ছাত্রের রেজাল্ট। এখানেই প্রশ্ন, বোর্ডের অনুমতিক্রমেই তো কেন্দ্র বদল সম্ভব হইয়াছে। বোর্ড তখন অনুমতি দিল কেন ? এবং এখনই বা ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রাখিতেছে কেন ? এখানেও চূড়ান্ত পর্যালোচনায় সামগ্রিক দায় ও দায়িত্ব বোর্ডের বা বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপরেই বর্তায়। ইহা নিঃসন্দেহে বোর্ডের অভ্যন্তরে বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থারই গ্লানিময় চিত্র।

বস্তুতঃ দেশের সব কয়টি বোর্ডের অভ্যন্তরেই চরম দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। নকল সার্টিফিকেট ও জাল মার্কশীট দেওয়ার সচিত্র কাহিনীও পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে। অভিযোগ, বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর সক্রিয় যোগসাজশেই এই ধরনের দুর্নীতি চলিতেছে। শুধু তাহাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার খাতা কিংবা ভেতরের পৃষ্ঠাগুলি পর্যন্ত বদল হইয়া যাওয়ার অভিযোগ রহিয়াছে। কিন্তু অভিভাবকদের পক্ষে খাতা রিএগজামিন করা মোটেও সহজ নয়। পরীক্ষার খাতা রিএগজামিন করার বিধান আছে বটে, কিন্তু এই বিধান এত জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে এই ঝামেলা পোহাইতে চান না। তাছাড়া, সকলের পক্ষে ইহার সুযোগ গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না। পরীক্ষার খাতা রিএগজামিন করার ব্যবস্থাটা আরও সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও সহজ করা হইলে এবং সেই রিএগজামিন ব্যবস্থায় অভিভাবকের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হইলে, একদিকে অনেক সমস্যা ও সংশয়ের সহজ সমাধান যেমন সম্ভব হইত, তেমনি দুর্নীতির পেছনে কাহাদের কালো-হাত বিদ্যমান, তাহাও উদঘাটিত হইতে পারিত। সরকার পরীক্ষার হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা নিয়াছেন। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না যে, বোর্ডের অভ্যন্তরের বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠিয়াছে, উহার বিরুদ্ধেও কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত না হইলে শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেশ ও দশের আশা-ভরসা পূর্ণ হইবে না।